কোম্পানীর নাম
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

কস্ট শেয়ারিং পদ্ধতি ২০০৪

(বিদ্যুৎ ও সার ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য)

মাস ও বৎসর

কোম্পানীর ঠিকানা

File: Cost Sha

"কস্ট শেয়ারিং" পদ্ধতিতে বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ সংক্রান্ত অভিন্ন পদ্ধতি

পটভূমিঃ

আর্থিকভাবে লাভজনক বিবেচিত হলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় কোম্পানী বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ গ্যাস পাইপ লাইন সম্প্রসারণ করে থাকে। কিন্তু বিতরণ কর্মসূচীর আওতাভূক্ত নয় এমন সব এলাকায় কিংবা চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কোম্পানীর বাজেট বরাদ্দের অভাবে পাইপ লাইন সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না এমন কোন এলাকায়/রাস্তায় কিংবা বিদ্যমান লাইন থেকে দুরে নূতন কোন গ্রাহকের জন্য (শিল্প, বাণিজ্যিক, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা-বাগান, আবাসিক ইত্যাদি) গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রয়োজন হয়ে পড়লে তা কোম্পানীর প্রচলিত উন্নয়ন কর্মসূচীর আওয়ায় গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে নির্মাণ করা কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই প্রস্তাবিত পাইপ লাইন সম্প্রসারণ কোম্পানীর জন্য ব্যয়বহুল ও আর্থিকভাবে অলাভজনক হয়ে পড়ে। আবার শুধুমাত্র এসব আবেদনকারী গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পাইপ লাইন নির্মাণ করতে গেলে ভবিষ্যতে অত্র এলাকায় নূতন গ্রাহকের আবির্ভাবের ফলে সম্প্রসারিত পাইপ লাইনের ক্ষমতা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে নতুন করে ঐ এলাকায় পাইপ লাইন সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সকল ক্ষেত্রে সমগ্র ব্যয় গ্রাহক ও কোম্পানীর মধ্যে ভাগাভাগি করে ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে পরিকল্পিতভাবে উচ্চতর ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ দ্রুততর হওয়ার পাশাপাশি কোম্পানীর বিনিয়োগও লাভজনক বিবেচিত হতে পারে। গ্রাহক ও কোম্পানীর মধ্যে এরূপ ব্যয় ভাগাভাগিকে কস্ট শেয়ারিং বা গ্রাহক সহায়তা প্রকল্প নামে অভিহিত করা যায়। তবে এরূপ পদ্ধতি একটি সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ নীতিমালার আওতায় কোম্পানী নির্বিশেষে প্রবর্তন অপরিহার্য। এতদুদ্দেশ্যে কস্ট শেয়ারিং পদ্ধতি ২০০৪ নামে একটি অভিন্ন নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হলো।

এই নিয়মাবলীটি কস্ট শেয়ারিং বা গ্রাহক সহায়তা পদ্ধতি ২০০৪ নামে অভিহিত হবে এবং তা অবিলম্বে পেট্রোবাংলার আওতাধীন সকল বিপণন কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য হবে। এই নিয়মাবলীটি বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণীর গ্রাহক ব্যতীত অন্য সকল শ্রেণীর গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য হবে। কোম্পানী এই খাতে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের সংকুলান রাখবে।

২. কস্ট শেয়ারিং পদ্ধতির পরিধি এবং কোম্পানী ও গ্রাহকের দায়-দায়িত্বঃ

২.১ (ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বা কোম্পানীর রাজস্ব বাজেটে কোম্পানীর ব্যয়ে পাইপ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত নয় এমন কোন এলাকায়/রাস্তায় কিংবা বিদ্যমান পাইপ লাইন থেকে দুরে নূতন কোন গ্রাহকের জন্য গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রয়োজন হলে; (খ) পাইপ লাইন সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অর্থ বরাদ্দের স্বল্পতার জন্য পাইপ লাইন নির্মাণ করা সম্ভব না হলে কিংবা পাইপ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঐ এলাকায় কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের প্রয়োজন হলে কিংবা সম্প্রসারিত/সম্প্রসারণাধীন পাইপ লাইনের ক্ষমতা অপর্যাপ্ত হলে (গ) বিদ্যমান পাইপ লাইনের ক্ষমতা অপর্যাপ্ত হলে গ্রাহকের আবেদনের ভিত্তিতে এরূপ এলাকায় পাইপ লাইন নির্মাণ কস্ট শেয়ারিং পদ্ধতির আওতায় বিবেচিত হবে।

২.২ গ্যাস লাইন স্থাপনে গ্রাহকের ঘণ্টাপ্রতি লোড, দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ, কোম্পানীর আয় এবং প্রকল্প এলাকায় ভবিষ্যত গ্যাস চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা এবং পাইপ লাইন নির্মাণে প্রয়োজনীয় মালামাল বাবদ কোম্পানীর ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনায় এনে কারিগরীভাবে সম্ভব এবং অনুচ্ছেদ ২.৪ এর আওতায় বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক প্রতীয়মান হলে গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ আবেদন এই পদ্ধতির আওতায় প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।

২.৩ গ্রাহককে চাহিদাকৃত গ্যাস লোড এবং আগামী ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের বছর ভিত্তিক গ্যাস চাহিদার পরিমাণ আবেদন পত্রে উল্লেখ করতে হবে।

২.৪ গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য সাইজের পাইপ লাইন স্থাপন লাভজনক হবে কিনা তা কোম্পানী মার্জিনের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত উপায়ে Net Pay Back Period পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হবেঃ

ক) গ্রাহকের গ্যাস লোডঃ

- ১ম বছর (trail run period) ঃ চাহিদাকৃত লোডের ৫০% ধরে।
- পরবর্তী সময়ের জন্য ঃ চাহিদাকৃত লোডের ৭০% ধরে।

খ) গ্যাস লোড বৃদ্ধির হারঃ

- বৃহত্তর ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায় ঃ চাহিদাকৃত লোডের ৮%।
- অন্যান্য এলাকায় ঃ চাহিদাকৃত লোডের ৫%।

উপরোক্ত হিসাবে Net Pay Back Period ১০ বছর বা কম হলে সম্প্রসারণ কাজটি লাভজনক বলে বিবেচিত হবে।

২.৫ এই পদ্ধতির আওতায় নির্মিতব্য পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বর্ধিত গ্যাস চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করে পাইপের ন্যূনতম ব্যাস নির্ধারণ করতে হবে যাতে নির্মিতব্য পাইপ লাইনটি কমপক্ষে ১২ বছর পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহের সক্ষম হয়। এ লক্ষ্যে গ্যাস পাইপ লাইনের ন্যূনতম ব্যাস হবে নিম্নরূপঃ

ক) <u>আবাসিকঃ</u>

১) বৃহত্তর ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকার জন্য সর্বনিম্ন ব্যাস ২" (দুই ইঞ্চি) ও দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ২০০ (দুই শত) মিটার।

২) অন্যান্য এলাকার জন্য সর্বনিম্ন ব্যাস ১" (এক ইঞ্চি) ও দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ২০০ (দুই শত) মিটার।

খ) <u>অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রেঃ</u>

১) বৃহত্তর ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকার জন্য সর্বনিম্ন ব্যাস ৪" (চার ইঞ্চি) অথবা উৎস গ্যাস পাইপের সম ব্যাস এবং দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৪০০ (চার শত) মিটার।

২) অন্যান্য এলাকার জন্য সর্বনিম্ন ব্যাস ২" (দুই ইঞ্চি) অথবা উৎস গ্যাস পাইপের সমব্যাস ও দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৩০০ (তিন শত) মিটার।

২.৬ কোম্পানী ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনা করে গ্রাহকের চাহিদা মিটাতে সক্ষম ছোট ব্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণের স্থলে বৃহৎ ব্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণ করার অধিকার সংরক্ষণ করবে। কোম্পানী বৃহৎ কিংবা ছোট যে ব্যাসের পাইপ লাইন নির্মাণ করুক না কেন এ জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন সামগ্রী/মালামাল কোম্পানী নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সরবরাহ করবেঃ

(ক) গ্রাহক তার জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ লাইন সামগ্রী/মালামাল ব্যয়ের ২০% বহন করবে।
(খ) গ্রাহক সকল নির্মাণ ব্যয় (বৃহৎ-ছোট নির্বিশেষে) বহন করবে।

(গ) গ্রাহক রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ ব্যয় প্রদান করতঃ সংশ্লিষ্ট রাস্তার/রেল মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে রাস্তা কাটার/রেল লাইন পারাপারের অনুমতি সংগ্রহ করবে।

(ঘ) গ্রাহক নির্মাণ ব্যয়ের (যে ব্যাসের লাইন নির্মাণ করা হবে) ৫% সার্ভিস চার্জ হিসাবে কোম্পানীকে প্রদান করবে।

(ঙ) গ্রাহক তার জন্য প্রযোজ্য সাইজের পাইপসহ মালামালের মূল্যের ৮০% অর্থ ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে কোম্পানীকে প্রদান করবে এবং উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্যাস সংযোগের পর গ্রাহককে ফেরত প্রদান করা হবে।

২.৭ নির্মিত পাইপ লাইন হতে ভবিষ্যতে অন্যকোন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের অধিকার কোম্পানী সংরক্ষণ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম গ্রাহক/গ্রাহকদের নিকট থেকে অনাপত্তি পত্র (নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে) গ্রহণ করা হবে। এ পদ্ধতিতে নির্মিত পাইপ লাইন কোম্পানীর সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে।

২.৮ সরকারী রাস্তায় (মিউনিসিপালটি রোড/জেলা পরিষদের রোড/উপ-জেলা পরিষদের রোড/আর এন্ড এইচ ডি রোড/স্থানীয় সরকার অধীনস্থ রোড/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেললাইন পারাপার) বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন করা হবে। রাস্তা বেসরকারী বা যৌথ মালিকানাধীন হলে তা আনুমানিক ৮ (আট) ফুট প্রশস্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২.৯ কোম্পানীর অনুমোদিত নকশা/প্রাক্কলন অনুযায়ী গ্রাহক সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার নিয়োগ করে কোম্পানীর প্রদত্ত মালামাল এবং কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন করবে।

২.১০ আবাসিক ক্ষেত্রে গ্রাহক সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/রাইজার উত্তোলনে নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে (কোম্পানী কর্তৃক ঠিকাদারকে প্রদত্ত কার্যাদেশে বর্ণিত মূল্য হারে) কাজটি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.১১ স্থাপিতব্য বিতরণ গ্যাস পাইপ লাইন হতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে কোম্পানীর নিয়ম মোতাবেক গ্রাহক নিজ ব্যয়ে সার্ভিস লাইন (বিতরণ লাইন হতে রাইজার) নির্মাণ করবে।

২.১২ গ্রাহকের নামে/অংশীদারিত্বে অন্যকোন প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ থাকলে তার গ্যাস বিল হালনাগাদ পর্যন্ত পরিশোধ করার পর তার আবেদন বিবেচনা করা হবে।

২.১৩ কোম্পানী কর্তৃক প্রাপ্ত আবেদন পত্রের তালিকা ক্রমানুসারে সংরক্ষণ করা হবে। শিল্প খাতের আবেদন অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অন্যান্য আবেদন পত্রের মধ্যে তালিকার ক্রমানুসারে প্রতিটি প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। যদি কারিগরী/বাণিজ্যিক কারণে পাইপ লাইন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব না হয় তবে গ্রাহককে তা অবহিত করা হবে।

২.১৪ গ্যাস বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গ্রাহক কর্তৃক নির্মাণ ব্যয় ও রাস্তা কাটার ব্যয় প্রদান করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাস্তা/রেল পারাপার বিষয়ে অনুমতি সংগ্রহপূর্বক সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে পাইপ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২.১৫ কস্ট শেয়ারিং বা গ্রাহক সহায়তা নীতিমালা ২০০৪ এর কোন ধারা গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪ এর কোন ধারার মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪ এর ধারা প্রযোজ্য হবে।